Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিনতে মাহবুব

রোলঃ 216021467

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিনতে মাহবুব

রোলঃ 216021467

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফযীলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিনতে মাহবুব, আইডিঃ 216021467 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

বিনতে মাহবুব

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

বিনতে মাহবুব

আইডিঃ 216021467

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা:-.....5

ধৈর্য কী?:-.....7

ধৈর্যের স্তরসমূহ:-.....8

ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা:-.....10

পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের বিভিন্ন নাম রয়েছে:-.....10

মানুষের ধৈর্য:-.....12

বালা-মুছীবতের কারণ সমূহ:-.....13

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ:-.....14

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলো পড়া যায়:-.....24

বালা মুসিবতে ধৈর্যশীলদের পুরস্কার:-.....27

বালা মুসিবতে ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাত :.....29

বালা মুসিবতে ধৈর্যশীলদের গুনাহ্ মাফ :.....29

বালা মুসিবতে সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা :.....32

বালা মুসিবতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা:-.....33

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়:-.....38

বালা মুসিবতে ধৈর্য বাড়ানোর উপায়:-.....44

বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও ইন্নালিল্লাহ বলার উপকারিতা:-.....47

উপসংহার:-.....49

ভূমিকা:-

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অতি সহনশীল, পরম গুণগ্রাহী, সুউচ্চ এবং সুমহান। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন এবং জ্ঞান রাখেন সমুদয় বিষয়ের। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর শক্তি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যে তারই ইচ্ছে ক্রিয়াশীল। পরকালের প্রস্তুতির জন্য মানবজাতির প্রতি আল্লাহর আহ্বান এতটা বলিষ্ঠ যে, তা মৃতদের কান পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তিনি সৃষ্টির সেরা, উম্মাহকে সৎপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাঁর প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তিনি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ফায়সালা গ্রহণে সবচেয়ে ধৈর্যশীল ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের গুণগানে ছিলেন সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞ। তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহর বাণী, প্রচার করেছেন সত্য। আল্লাহর পথে অটল থাকার ক্ষেত্রে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ধৈর্যের শিখর না-ছোঁয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর আদেশসমূহ কৃতজ্ঞচিত্তে এবং সর্বোচ্চ সহনশীলতার সাথে পালন করেছেন- যেখানটায় কেউ পৌঁছুতে পারেনি কখনো।

আলিমগণের ঐকমত্যে ধৈর্য বা ধৈর্যের অধ্যবসায় বাধ্যতামূলক। এটা ঈমানের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক কৃতজ্ঞতা। কুরআনুল কারীমে মোট নব্বই বার ধৈর্যের উল্লেখ আছে। ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক-দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো; আর যার ধৈর্য নেই তার ঈমানও নেই। নিচের আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের ধৈর্যধারণের আদেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين(َ

"হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। "[১]

জান্নাতে প্রবেশের জন্য এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্যকে বানানো হয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন:

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُون* َ

"নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদের পুরস্কৃত করলাম, আজ তারাই হলো সফলকাম। "[২]

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের তাগিদ দিয়ে বলেন:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون* َ

যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী। "[৩]

َوَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين

"...আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" [৪]

আল্লাহ আমাদের বলেন-তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এই 'সাথে থাকা' বিশেষ ধরনের সাহচর্যকে বোঝায়। এখানে সাথে থাকার অর্থ: আল্লাহ তাদের বিপদে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। সাধারণ সাহচর্যের অর্থ: আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে দেখেন এবং তাদের সম্পর্কে জানেন; এখানে মুমিন ও কাফির সকলেই সমান।
আল্লাহ বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين َ
)

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া কোরো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

১. সূরা বাকারাহ, ২:১৫৩

২. সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১১১

৩. সূরা বাকারাহ, ২:১৭৭

৪ . সূরা আল ইমরান, ৩:১৪৬

আর তোমরা ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

নবিজি বলেন, ধৈর্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো (গুণ) এবং সকল ভালোর সমাহার। তিনি আরও বলেন, "ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো উপহার নেই।" উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, "আমাদের সুন্দর দিনগুলো ধৈর্যের গুণে পরিপূর্ণ ছিল।"

📝বই: সবর ও শোকর
ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওজিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)}

ধৈর্য কী?:-

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ 'সবর'। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আটক থাকা ইত্যাদি। আরবিতে একটা অভিব্যক্তি আছে: "অমুক সবরান (আটক অবস্থায়) নিহত হয়েছে।" এর মানে সে বন্দী হয়েছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করেছে। আত্মিকভাবে 'সবর' বলতে বোঝায় নিজেকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা, দুর্দশা ও চাপের সময় কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও কপাল চাপড়ানো থেকে বিরত থাকা।

📝{ বই :-সবর ও শোকর
ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওজিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)}

ধৈর্যের স্তরসমূহ:-

ধৈর্য দু-ধরনের হতে পারে হয় শারীরিক, না-হয় মানসিক। আর উভয় প্রকার ধৈর্য ঐচ্ছিক হতে পারে, অনৈচ্ছিকও হতে পারে। এগুলো মোট চার প্রকার:

১. ঐচ্ছিক শারীরিক ধৈর্য:

যেমন: স্বেচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম করা।

২. অনৈচ্ছিক শারীরিক ধৈর্য:

যেমন: নিরুপায় অবস্থায় ধৈর্যের সাথে রোগ-শোক ও মারপিট ভোগ করা, গরম বা শীতের প্রকোপ সহ্য করা।

৩. ঐচ্ছিক মানসিক ধৈর্য:

যেমন: বিবেকের বিচার বা শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় দিক দিয়ে অন্যায়, এমন কিছু থেকে ধৈর্য-সহকারে বিরত থাকা।

৪. অনৈচ্ছিক মানসিক ধৈর্য:

যেমন: ভালোবাসার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা মেনে নেওয়া।

ওপরে যেমন বলা হয়েছে ধৈর্য দু-ধরনের: ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক। ঐচ্ছিক ধৈর্যের মর্যাদা অনৈচ্ছিক ধৈর্যের চেয়ে উঁচু স্তরের। দ্বিতীয়টি সাধারণত সবার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিন্তু প্রথমটি অর্জন করে নিতে হয়। এ কারণে আজীজের স্ত্রীর (গুনাহের প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে) অবাধ্য হওয়া এবং এর জন্য কারাভোগ করার সময় ইউসুফ এর যে ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা তার ভাইদের অন্যায় আচরনের সময় তার প্রদর্শিত ধৈর্যের চেয়ে উঁচু স্তরের ছিল। ভাইয়েরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তাকে বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এবং তাঁকে বিক্রি কর হয়েছিল দাস হিসেবে-

এ সবকিছুর পরও ইউসুফ তাদের সাথে সুব্যবহা ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। এই উঁচু স্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ধৈর্য হচ্ছে ইবরাহীম, মূসা, নূহ, ঈসা, সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ-এর ধৈর্য। নবি-রাসূলগণের এই ধৈর্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জিহাদের পথে।

ওপরের চার ধরনের ধৈর্য কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে কেবল দু-ধরনের ধৈর্য দেখা যায়, যাতে তাদের ইচ্ছের কোনো দখল নেই। ধৈর্যধারণে ইচ্ছের স্বাধীনতা মানুষকে প্রাণীজগৎ থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এরপরেও অনেক মানুষের কেবল প্রাণীদের মতো ধৈর্যটুকুই রয়েছে, অর্থাৎ অনৈচ্ছিক ধৈর্য।

📝 বই :-সবর ও শোকর
{ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওজিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)}

সবর বা ধৈর্যের গুরুত্বের কথা ইসলাম ধর্মে বারবার বলা হয়েছে। তাফসিরে বায়জাবি অনুসারে ধৈর্য তিন প্রকার:

১. 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা।

২. 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ কর্মে কষ্ট স্বীকার করা।

৩. 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া।

কোনো লোক যদি ওপরের পথ ধরে ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে তার জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা আসবে। এই সবরে বা ধৈর্যে কিছু মূল্যবান উপাদান আছে। প্রথমত, অন্যায়-অপরাধ ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকা। সব রকমের অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও সৎ কাজ করা। ইবাদত ও সৎ কাজ পবিত্রতা এনে দেয়। তৃতীয়ত, প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য ধরে থাকা। সবরে কামিল বা পরিপূর্ণ ধৈর্যই মানবজীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে।

📝{পত্রিকা:প্রথম আলো}

ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা:-

একজন আলিম বলেন, “ধৈর্য হচ্ছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার বিপরীতে বোধশক্তি ও দ্বীনের প্রেরণার ওপর অটল থাকা।" মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনার প্রতি ঝোঁক থাকাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কিন্তু সহজাত বিবেচনাশক্তি ও ধর্মীয় প্রেরণার মাধ্যমে এই ঝোঁকের লাগাম টেনে ধরা উচিত। এই দুই পরাশক্তি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে- কখনো বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জয়ী হয় আবার কখনো প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা বিজয়ী হয়। এই মারাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের মন।

পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের বিভিন্ন নাম রয়েছে:-

• আপনার ধৈর্য যদি যৌনকামনা রোধ করে, তবে একে বলে পবিত্রতা। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও লাম্পট্য।

• ধৈর্য যদি আপনাকে পেটের অবৈধ কামনা ও খাবারের জন্য তাড়াহুড়ো করা কিংবা বাজে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, তবে তার নাম 'অভিজাত নফস'। এর বিপরীত হলো লালসা, হীনতা ও নিকৃষ্টতা।

• 'প্রকাশ করা ঠিক নয়' এমন কিছু প্রকাশ না করে চুপ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে এটাকে বলে গোপনীয়তা। এর বিপরীত হলো জনসম্মুখে প্রচার করা, গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ, কদর্যতা, গালিগালাজ, মিথ্যা ও দুর্নামকরণ।

• যদি জীবনযাপনে অতিরিক্ত খরচ না করে ধৈর্য ধরা হয়, তবে একে আত্মসংযম বলা হয়। লোভ হচ্ছে এর বিপরীত।

• যদি দুনিয়ায় অল্পে তুষ্ট হন, তাহলে একে বলা হবে অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীতও লোভ।

• ধৈর্য যদি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়, তবে একে বলে সহিষ্ণুতা। হঠকারিতা এবং ত্বরিত প্রতিক্রিয়াশীলতা এর বিপরীত।

• আপনার ধৈর্য যদি আপনাকে ত্বরাপ্রবণতা থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে গাম্ভীর্য, স্থিরতা। এর বিপরীত হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা ও চপলতা।

• ধৈর্য যদি আপনাকে পালিয়ে যাওয়ার ও ছিটকে পড়ার কাপুরুষোচিত স্বভাব থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে সাহসিকতা। যার বিপরীত হচ্ছে কাপুরুষত ও মাথানত করা।

• ধৈর্য যদি আপনাকে প্রতিশোধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করে; তবে এটাকে বলা হয় ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা। যার বিপরীত হচ্ছে প্রতিশোধ ও শাস্তিদান।

যদি ধৈর্য আপনাকে কৃপণ হওয়া থেকে বাধা দেয়, তবে তা বদান্যতা। এর বিপরীত হচ্ছে কৃপণতা।

হয় ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা। যার বিপরীত হচ্ছে প্রতিশোধ ও শাস্তিদান।

• যদি ধৈর্য আপনাকে কৃপণ হওয়া থেকে বাধা দেয়, তবে তা বদান্যতা। এর বিপরীত হচ্ছে কৃপণতা।

• ধৈর্য যদি আপনাকে নির্ধারিত সময়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ হতে বিরত রাখে তবে এর নাম সাওম।

• যদি ধৈর্য আপনাকে অলসতা এবং অক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, তবে একে বলে বিচক্ষণতা।

• আর আপনার ধৈর্য যদি লোকদের দোষারোপ করা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে একে বলে পৌরুষ।

পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে এর (ধৈর্যের) নাম যা-ই হোক না কেন, এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এক। এটা প্রমাণ করে, আমাদের ইসলামি জীবনের পূর্ণতা ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল।

📝{ বই :-সবর ও শোকর
ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওজিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)}

মানুষের ধৈর্য:-

কারও ধৈর্য যদি তার প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়, তবে তার তুলনা হলো ফেরেশতাদের মতো। কিন্তু যদি তার প্রবৃত্তি ও খায়েশ ধৈর্যের চেয়ে প্রবল হয়, তবে সে যেন আস্ত এক শয়তান। খাদ্য, পানীয়, ও যৌনাকাঙ্ক্ষা যদি তার ধৈর্যের চেয়ে শক্তিমান হয়, তবে সে একটা প্রাণীর তুলনায় বিশেষ কিছুই নয়।

কাতাদাহ বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন বোধশক্তি দিয়ে, প্রবৃত্তি দিয়ে নয়; চতুষ্পদ জন্তুদের সৃষ্টি করেছেন প্রবৃত্তি দিয়ে, বোধশক্তি দিয়ে নয়; আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বোধশক্তি ও প্রবৃত্তি উভয়টাই দিয়ে। কাজেই যার বোধশক্তি তার প্রবৃত্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, সে হবে ফেরেশতাদের মতো। আর যার প্রবৃত্তি তার বোধশক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে সে হবে পশুদের মতো।"

শৈশবে একজন মানুষের মাঝে কেবল খাদ্যের আকাঙ্ক্ষাই দেখা যায়। এ অবস্থায় তার সবর হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো। এ অবস্থা থেকে আরও বড় হওয়ার পূর্বে তার মাঝে ঐচ্ছিক ধৈর্য থাকে না। যখন তার মধ্যে খেলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তখন সে দুর্বলভাবে হলেও ঐচ্ছিক ধৈর্যের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। যখন তার মধ্যে বিয়ের আগ্রহ সৃষ্টি হয় তখন তার ধৈর্যের শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে। আর যখন তার মাঝে দৃঢ় বোধশক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন সবরও খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যদি হিদায়াতের

নূর তার বোধ অর্জনের প্রাথমিক বছরগুলোতে চমকাতে থাকে এবং বয়ঃপ্রাণি সাথে সাথে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, তবে এই দৃঢ় বোধশক্তি ও তার আনু শক্তিসমূহ প্রবৃত্তি ও তার আনুষঙ্গিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াইতে কোনো অং কম নয়। এ বিষয়টা ফজরের সময়ে উদিত আলোর রেখার মতো, যা দিন বাড়ার সাথে সাথে আরও উজ্জ্বল হতে থাকে।

{ বই :-সবর ও শোকর
ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওজিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)}

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে। সুতরাং মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, এটা তার জন্য ফরয কর্তব্য। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর অবাধ্য হয়। সে আল্লাহর শাস্তির কথা ভুলে গিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজেকে পৃথিবীতে শক্তিধর হিসাবে যাহির করার চেষ্টা করে। আর এই স্পর্ধা থেকে নানা অনাচার-পাপাচার করে পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে। ফলে তাদের উপরে নেমে আসে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে নানা ধরনের বালা-মুছীবত। নিম্নে এসব বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ’ল।-

বালা-মুছীবতের কারণ সমূহ:-

বিভিন্ন কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত আপতিত হয়। তন্মধ্যে আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী, মানুষের উপরে যুলুম-নির্যাতন করা, অধিক পাপাচার করা ও সৎকাজের আদেশ কম করা, অবাধ্যতা ও অহংকার করা, মিথ্যাচার করা, আল্লাহ প্রদত্ত নে‘মতের অস্বীকৃতি, দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও কৃপণতা, রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, ছালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত অস্বীকার করা, জিহাদ পরিত্যাগ করা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, সূদ-ঘুষ আদান-প্রদান করা বা হারাম ভক্ষণ করা, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়ছালা না করা ইত্যাদি কারণে মানুষের উপর বালা মুসিবত নেমে আসে।

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ:-

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় ।

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয়।

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় :

মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললে তাদের উপরে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে বালা-মুছীবত নেমে আসবে না। বালা-মুছীবত যাতে না আসে সেজন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা : আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)-কে বলেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ'লে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ'লে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহ'লে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহ'লে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْه أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ اِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ،

‘তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখ, বিপদের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবেন’।

২. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : সচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন

,فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَق.

‘অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকটে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। অতঃপর তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। এমনকি তাঁর শংকা দূর হ’ল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, ‘কখনোই না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন’।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ،

‘বিদ্বানগণ বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর কথার অর্থ হচ্ছে, আপনার উপরে কোন কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় কিছু আপতিত হবে না। কেননা আল্লাহ আপনার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী দান করেছেন। যেগুলি তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাব ধ্বংস-যজ্ঞ বা বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে’।[4]ইমাম কিরমানী (রহঃ) বলেন, وفيه أن خصال الخير سبب للسلامة من مَصارِع السوء، والمكارم سببٌ لدفع المكاره،

‘আর এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায়। সচ্চরিত্র কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধের উপায়’।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, فِيهِ أَنَّ مَكَارِم الْأَخْلَاق وخصال الْخَيْر سَبَب للسلامة من مصَارِع الشَّرّ والمكاره فَمن كثر خَيره حسنت عاقبته ورجى لَهُ سَلامَة الدِّيْن وَالدُّنْيَا،

'এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম। অতএব যার সৎকর্ম বেশী তার পরিণতি সুন্দর হবে। আর তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার আশা করা যায়'।

৩. তওবা ও ইস্তেগফার করা:

পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হ'ল ঐ পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য ছওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর নিকটে তওবা করতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষের গোনাহের কারণেই বিপদ-মুছীবত আপতিত হয় এবং তওবা ব্যতীত তা দূরীভূত হয় না। সুতরাং মানুষকে বেশী বেশী তওবা করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যে বিপদে-আপদে পতিত হই, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য বা সেগুলো হালকা হওয়ার জন্য মুছীবত দূরীভূত হওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا,
إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحا -ً

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর' (তাহরীম ৬৬/৮)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْه 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো' (হূদ ১১/৯০)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن

'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' (নূর ২৪/৩১)।

তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْن-

'অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' (আনফাল ৮/৩৩)।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-
‘যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ’তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ’তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হ’তে যা সে কখনো কল্পনা করে না’।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ- (আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকটে তওবাকারী) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ’তে পলায়ণ করে থাকে’।

৪. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা :

তাক্বওয়া হচ্ছে সকল আমল সংশোধনের উপায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ’লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে’ (আহযাব ৩৩/৭০-৭১)।

মহান আল্লাহ বলেন,وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ- ‘যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ’তে রিযক দান করবেন’ (তালাক ৬৫/২-৩)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন।

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ،
‘আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। আমরা উদ্ধার

করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত’ (&হা-মীম আস-সাজদা ৪১/১৭-১৮)।

অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا- ‘আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্ত ক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব’ (মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)।

৫. খাদ্য-পানীয়ের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা :

খাদ্য ও পানপাত্র সমূহ ঢেকে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা এতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. ‘খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছীবত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে’।

৬. বিভিন্ন দো‘আ করা :

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐসব নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে পঠিতব্য নানা রকম দো‘আ রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। সেগুলি নিয়মিত পাঠ করা।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ. ‘যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো‘আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দো‘আকে আবশ্যিক করে নাও’।

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো‘আ: রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِى. ‘যে ব্যক্তি

সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, অর্থ : 'আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী' সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না'।

দো'আ ইউনুস বেশী বেশী পাঠ করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ، 'আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবংবিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' (আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَه.

'যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাকালে যে দো'আ করেছিলেন তা হ'ল- 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই যালিমদের দলভুক্ত' (আম্বিয়া ২১/৮৭)।

যে কোন মুসলিম কোন বিষয়ে কখনো এর মাধ্যমে দো'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেন'।

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দো'আ: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى،

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এসব দো'আ করা পরিত্যাগ করতেন না- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ব্যাপারগুলো গোপন রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের

বিপদ হ’তে, পশ্চাতের বিপদ হ’তে, ডানের বিপদ হ’তে, বামের বিপদ হ’তে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হ’তে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হ’তে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হ’তে’।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

‘নবী করীম (ছাঃ) বালা-মুছীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন’।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো‘আ :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِى - ‘যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে’।

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :

বিপদাপদ ও বালা-মুছীবত নাযিল হ’লে কিছু করণীয় রয়েছে, যা করলে মানুষ ঐসব থেকে রক্ষা পেতে পারে।

নিম্নে সে করণীয়গুলো উল্লেখ করা হ’ল।-

১. বেশী বেশী ইবাদত করা:

বিপদ আসলে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। যাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا. ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দো‘আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে’।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, قَالَ الطِّيبِيُّ أُمِرُوْا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلاَءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ، 'ত্বীবী বলেন, বালা-মুছীবত প্রতিরোধের জন্য যিকর, দো'আ, ছালাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'। নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'।

সুতরাং এসময়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুছীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দিবেন।

গ. যিকর করা :

যিকর করা আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম।তাই বালা-মুছীবত আসলে বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করার মাধ্যমে তাঁর রহমত লাভের চেষ্টা করা উচিত। যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ، 'নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহর (যিকর) স্মরণ করবে'।

ঘ. ছাদাক্বাহ করা :

জান-মালের উপরে বিপদাপদ ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-ছাদাক্বাহ করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী' (আ'রাফ ৭/৫৬)। তিনি আরো বলেন, مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ، 'বস্তুতঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (তওবা ৯/৯১)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ-

'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।

তিনি আরো বলেন,

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيُ غَضَبَ الرَّب -'গোপন দান প্রতিপালককের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহঃ) বলেন, فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. 'দান-ছাদাক্বার অত্যাশ্চর্য প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছীবত প্রতিরোধে। যদিও সে (দানকারী) পাপী, অত্যাচারী, এমনকি ছোট-খাট কুফরীকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা দানের দ্বারা দানকারী থেকে নানা ধরনের বালা-মুছীবত প্রতিহত করেন, যা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল মানুষের জানা বিষয়। দুনিয়াবাসী এর দ্বারা স্থায়ীত্ব লাভ করে। কেননা তারা তা দ্বারা পরীক্ষিত'।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابَ وَأَنَّهَا قَدْ تُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ،

'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা আযাব প্রতিরোধ করে এবং তা গোনাহ মিটিয়ে দেয়'।

২. বেশী বেশী নেক আমল বা সৎকাজ করা :

আমলে ছালেহের মাধ্যমে আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الآخِرَةِ،

'সৎকর্ম করা বালা-মুছীবত, বিপদাপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষার মাধ্যম। আর দুনিয়াতে যিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত, আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহঃ) বলেন, وَمِنْ أَعْظَمِ عِلاَجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالاِبْتِهَالُ إِلَى اللهِ وَالتَّوْبَةُ وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيْرٌ فِيْ دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُوْلِ الشِّفَاء، ।'আর রোগ থেকে আরোগ্যের বড় প্রতিষেধক হ'ল সৎকাজ করা, দান-ছাদাক্বা করা, যিকর-আযকার ও দো'আ করা, কাকুতি-মিনতি করা এবং বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করা। রোগ প্রতিরোধে এবং আরোগ্য লাভে এসব কাজের প্রভাব রয়েছে'।

৩. আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো'আ করা :

আযাব-গযব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো'আ করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর নিকটে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া

এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহ’লে আল্লাহ দো‘আ কবুল করবেন এবং পাপীদেরকে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن،َ

‘আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ’ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটেসুশোভিত করে দেখালো’ (আন‘আম ৬/৪২-৪৩)।

তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْن،َ ‘কোন জনপদে যখন আমরা কোন নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে (পরীক্ষা করার জন্য) নানাবিধ কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি। যাতে তারা অনুগত হয়’ (আ‘রাফ ৭/৯৪)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا , وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু’টোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে এবং দো‘আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম (ছাঃ) এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে পরস্পর বলাবলি করছিল’।

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত দো‘আগুলো পড়া যায়:-

ক. দো‘আ ইউনুস পড়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكمْ كَرْبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا دَعَا بِهِ فَفُرِّجَ عَنْهُ دُعَاءُ ذِيْ النُّوْنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ،

‘আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দিব যে, তোমাদের কারো উপরে যখন দুনিয়াবী কোন কষ্ট-ক্লেশ অথবা বালা-মুছীবত নাযিল হয়, তখন তার মাধ্যমে দো‘আ করলে তা দূরীভূত হয়। তাহ’ল মাছ ওয়ালা ইউনুস (আঃ)-এর দো‘আ- ‘লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাক ইন্নী কুনতু মিনায যলেমীন’।[34]

খ. اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ ‘আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল বারছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্ব-ম’। (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ’তে)।

গ. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ‘আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব’ (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ’তে পানাহ চাচ্ছি)।

৪. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা: আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا، ‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়’ (ইসরা ১৭/১০৯)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না’।[37]

তিনি আরো বলেন, عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ الله. ‘দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহর

ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়'। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত'।

৫. আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা :

যে এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানে গমন করতে রাসুল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. 'তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান হ'তে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না'।

পরিশেষে বলব, উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ পালনের মাধ্যমে আমরা বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। আর বালা-মুছীবত আপতিত হয়ে গেলে সৎকর্ম, তওবা-এস্তেগফার ও দো'আর মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বালা-মুছীবত থেকে বিশেষ করে চলমান করোনা মহামারী থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

[1]. তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৬-৩১৮।

[2]. হাকেম হা/৬৩০৩; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৫, সনদ ছহীহ।

[3]. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।

[4]. নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০২।

[5]. শরহুল কিরমানী আলা ছহীহিল বুখারী, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), পৃঃ ২০৬।

[6]. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী), ১/৬৩ পৃঃ।

[7]. আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯।

[8]. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩।

[9]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩।

[10]. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

[11]. মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭; ইরওয়া হা/৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬০৮।

[12]. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪০৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৪; মিশকাত হা/২২৩৯।

[13]. আবূদাঊদ হা/৫০৮৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।

[14]. তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৮৩।

[15]. আহমাদ হা/৪৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২০০, সনদ ছহীহ।

[16]. বুখারী হা/৬৩৪৭, ৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।

[17]. আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; ছহীহল জামে‘ হা/৪৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫।

[18]. বুখারী হা/১০৪৪; নাসাঈ হা/১৫০০; মিশকাত হা/১৪৮৩।

[19]. ফৎহুল বারী, ২/৫৩১ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী, ৭/৭১ পৃঃ; মির‘আত ৫/১৪৮ পৃঃ।

[20]. ইবনুল কায়্যেম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃঃ), ১/১৪২ পৃঃ।

[21]. বুখারী হা/১০৫২; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৪৪।

[22]. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০।

[23]. বুখারী হা/২২১৭, ২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০।

[24]. তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২।

[25]. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

[26]. বুখারী হা/১০৫৮।

[27]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।

[28]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।

[29]. আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, ১/৩১ পৃঃ।

[30]. ফৎহুল বারী, ১/৪০৬।

[31]. ত্বাবারানী, আল-আওসাত; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০।

[32]. ইবনু কায়্যেম, যাদুল মা‘আদ, ৪/১২৪।

[33]. বুখারী হা/১০৬৩, ১০৪০; মিশকাত হা/১৪৮৩।

[34]. ছহীহুল জামে‘ হা/২৬০৫; ছহীহাহ হা/১৭৪৪।

[35]. আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০।

[36]. মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।

[37]. তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৭৭৮।

[38]. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৪১১৩।

[39]. তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭।

[40]. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮।

পত্রিকা:মাসিক আত তাহরিক

বালা মুসিবতে ধৈর্যশীলদের পুরস্কার:-

ধৈর্যশীলদের পুরস্কার বিষয়ে কোরআনে বলা হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। ’ -সূরা বাকারা, ১৫৩।

কোরআনে আরো বলা হয়েছে, ‘অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও- সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (-সূরা বাকারা, ১৫৫)

আল্লাহ মুমিনদের ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো ও ধৈর্যে অটল থাকো এবং পাহারায় নিয়োজিত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও। ’ (সুরা : আলে ইমরান, ২০০)

বিপদ-আপদের সময় ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে নিজের ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন হজরত লোকমান আ.। কোরআনে বলা হয়েছে-
হে ছেলে! নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, সৎকাজে আদেশ দেবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে আর বিপদাপদে সবর করবে। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।’ (সুরা লোকমান, ১৭)

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্যকে সর্বোত্তম নিয়ামত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। ’ (বুখারি, হাদিস : ১৪৬৯)

📝পত্রিকা: Dhaka post

যারা বিপদাপদে ধৈর্য বজায় রাখে তারা আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মুসলিম ব্যক্তির যে কোনো রোগব্যাধি, দৈহিক শ্রান্তি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও পেরেশানি আসে, এমনকি তার দেহে কাঁটা বিঁধলেও এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন।’ (বুখারি)_

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন তাই তিনি ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই থাকেন। জীবনে সমস্যা-সংকট ও বাধা-বিপত্তি আসবেই। ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে এসব সমস্যা-সংকট থেকে মুক্তির পথ বের করে জীবনে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। ধৈর্যশীলদের প্রতি কোরআনে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি হলো, ‘আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।’ (সুরা তালাক,আয়াত ৭)

এ আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে, কষ্ট ও বিপদের সময় অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে; তাহলে জীবনের কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি আসবেই। তবে ধৈর্যধারণের কাজটি যে অত সহজ নয় তা-ও কোরআন উল্লেখ করেছে, 'তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ়সংকল্পের কাজ।' (সুরা লুকমান, আয়াত ১৭)

📝 পত্রিকা:ডেইলি বাংলাদেশ

বালা মুসিবতে ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাত :

মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জান্নাত উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই আছে আখিরাতের শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাত—যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষরা, তাদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সত্ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে। (আর বলবে) শান্তি তোমাদের ওপর। কারণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।' (সুরা রাদ, আয়াত : ২২-২৪)

বালা মুসিবতে ধৈর্যশীলদের গুনাহ্ মাফ :

আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দেন এক মহান উদ্দেশ্যে। তা হল এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মোচন করে থাকেন। দুনিয়াতে মানুষের বিপদাপদ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু পরম করুণাময় এর বিনিময়েও মুমিন বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন।

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও

পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৬৪১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ... وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"তোমার প্রভুর পথে আহবান কর হেকমত এবং ভাল কথার মাধ্যমে। আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। তোমার প্রভু তো সব চেয়ে বেশি জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথে গেছে আর তিনিই সব চেয়ে বেশি জানেন কারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।...আর ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধর কেবল আল্লাহর উপর।" (সূরা নাহল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে গেলেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। কারণ, এ পথে মানুষের পক্ষ থেকে নান ধরণের যাতনার সম্মুখীন হতে হয়। >যেমন আল্লাহ তায়ালা লোকমান সম্পর্কে বলেন, (তিনি তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। বিপদে ধৈর্য ধরণ করা তো বিশাল সংকল্পের ব্যাপার।" (সূরা লোকমান: ১৭)

>আনাস রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গুনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।

>ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্না দিতে হয়। আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসাহয়ত্তের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি

জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়।...বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আগের থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকি, ধৈর্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। মুসীবতের কারণে নয় বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর।
পক্ষান্তরে বিপদ-মুসীবত যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসীবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়....।”

আল্লাহর কুদরত অসীম, তিনি বান্দাদের বিভিন্ন মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেন, যাতে রয়েছে অনেক হিকমত, যা একমাত্র তিনিই জানেন, এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদের সত্যিকার তাওবা পরীক্ষা করেন, তাদের পাপ মোচন করেন ইত্যাদি। মুমিনদের কর্তব্য এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। আর এ মুসিবতের মধেও আল্লাহর অনুগ্রহ দেখা। >রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

বড় মুসিবতের সাথে প্রতিদান বড়ই প্রদান করা হয়। আর আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন, তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তার জন্য সন্তুষ্টি, আর যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তার জন্য অসন্তুষ্টি। {তিরমিযি, তিনি হাদিসটি হাসান বলেছেন।}

>আল্লাহ তাআলা বলেছেন :
প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। সূরা আম্বিয়া : (৩৫)

পত্রিকা:সত্যের পথে তথ্যের সাথে (আওয়ার ইসলাম)

বালা মুসিবতে সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা :

দুনিয়াতে কোনো কিছু না পেলে বা কোনো বিপদে পড়লে ধৈর্যহারা না হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি না, কোনটা আমাদের জন্য ভালো, আর কোনটা খারাপ। কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণের। আল্লাহ আমাদের জন্য যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। এতে আমাদের সাময়িক কষ্ট অনুভূত হলেও এর বিনিময়ে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।’ (সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৫)

পত্রিকা: কালের কণ্ঠ
(মীর মো: গোলাম মোস্তফা)

বালা মুসিবতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা:-

একজন মুসলিমের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্যে যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সবকিছুই বান্দার কল্যাণের জন্য; চাই তা ভালো হোক কিংবা মন্দ, স্বস্তিদায়ক কিংবা যাতনাময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

' শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ মুমিনদের জন্য এমন কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন না, যাতে তার উপকার নেই। আর এই বিশেষত্ব মুমিনগণ ছাড়া আর কারও জন্যেই নয়। "[১]

প্রতিটি দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদের পেছনে আল্লাহর হিকমাহ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা আমাদের মানবিক বুদ্ধিমত্তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষের জ্ঞান তো শুধু দৃশ্যমান বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান-শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে আর তা বান্দাকে কীভাবেই-বা উপকৃত করবে-এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞা তো শুধুমাত্র আল্লাহই রাখেন।

অনেক সময় কোনো বিপদ আপাতদৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়তো কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। আল্লাহ বলেন,

عسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون* ◌َ

[১] মুসলিম, আস সহীহ

“ তোমাদের কাছে হয়তো কোনো বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।"

তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট হতে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করা। এবং সেই সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যদি মুমিনগণ তাদের রবের প্রতি ভরসা করতে পারে তা হলে আল্লাহই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন।
আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।”

কুরআন আমাদেরকে নবি ইয়াকূব-এর আল্লাহর প্রতি ভরসার অনুপম দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। ইয়াকূব-এর সন্তানেরা অত্যন্ত সুদর্শন ছিল। তাই মিশরে পাঠানোর সময় তাদেরকে তিনি আলাদা আলাদা প্রবেশপথে ঢোকার আদেশ দেন। কারণ তিনি তাদের জন্যে বদনজরের ভয় করছিলেন।

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم منَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُون(َ

“ ইয়াকূব বললেন:
হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো। আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং ভরসাকারীদের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত।”

এর মাধ্যমে তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন, যদিও আমার সাবধানতা আল্লাহর!

[১] সূরা বাকারাহ, ০২: ২১৬

[২] সূরা তালাক, ৬৫:৩

[৩] সূরা ইউসুফ, ১২:৬৭

সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত ফায়সালাকে আটকাতে পারবে না, তবুও আমি আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ যে ফায়সালা করবেন সেটাই সর্বোত্তম।

রাসূলুল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুমিনদের সর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। বান্দার জীবনে যখন আনন্দ আর স্বচ্ছলতা আসবে, তখন তার আল্লাহর শোকর করা উচিত এবং সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আর যখন জীবনে বিপদের ঘনঘটা নেমে আসবে, তখন বান্দার উচিত সবর করা। রাসূলুল্লাহ বলেন,

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

' মুমিনের বিষয়াদি কত আশ্চর্যের! তার সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটা তো কেবল মুমিনের ক্ষেত্রেই হতে পারে। স্বচ্ছলতায় সে শুকরিয়া আদায় করে, তখন তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ নেমে আসে তা হলে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে যায়। [১]

বিপদের সময় ধৈর্যহীন হয়ে পড়া, অস্থিরতা দেখানো, অতি উত্তেজিত হয়ে পড়া অথবা কোনো কথা বলা বা কাজ করা যাতে আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ পায়-এমন কোনো কাজই আমাদের জন্য বৈধ নয়।

তাই বিলাপ করে কাঁদা, কাপড় ছিঁড়ে শোক পালন করা অথবা নিজের শরীরে আঘাত করা ইত্যাদি কাজ ইসলামে কঠিনভাবে নিষেধ। কিয়ামাতের দিন সবাইকে ওইসব নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যা সে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও করেছিল।

ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ মূসা আল আশআরি এ-এর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন যে, যারা বিপদের সময় বিলাপ করে কিংবা মাথা মুণ্ডন করে (শোক প্রকাশের প্রতীক হিসেবে) কিংবা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, তাদের প্রত্যেকের থেকে রাসূলূল্লাহ এ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই আলেমগণের ঐকমত্য (ইজমা) অনুসারে হারাম।

যেসব জিনিস বান্দার ক্ষমতার বাইরে, সেসব কাজের জন্যে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাকে শাস্তি দেন না। উদাহরণস্বরূপ, কষ্টের সময় যখন অন্তর আবেগপ্রবণ হয়ে যায় তখন চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। অনবরত নির্গত হয় অশ্রুধারা। এ কান্নার

[১] মুসলিম, আস সহীহ: ২৯৯৯

ব্যাপারে বান্দার হয়তো কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। সে হয়তো মূল্যবান কোনো বস্তু হারানোর কষ্টে বা প্রিয়জন হারানোর বেদনায় নিদারুণ বিরহের যন্ত্রণা ভোগ করছে। আল্লাহ সেই অশ্রু আর অন্তরের কষ্টদায়ক অনুভূতির জন্যে বান্দাকে শাস্তি দেবেন না।

তবে এমন কষ্টের সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনে কোনো খারাপ চিন্তার উদয় হওয়ার আগেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আবেগের আতিশয্যে এমন কোনো কথা বলা থেকে নিজ জবানের হেফাজত করতে হবে, যে কথা দ্বারা আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
একবার রাসূলুল্লাহ তাঁর প্রিয় সাহাবি সা'দ ইবনু উবাদাহ-কে দেখতে গেলেন। সা'দ তখন অসুস্থ ছিলেন। রাসূল-এর সাথে কয়েকজন সাহাবিও ছিলেন। প্রিয় সাহাবি সা'দকে অসুস্থ দেখে আল্লাহর রাসূল কেঁদে ফেললেন। রাসূল-কে কাঁদতে দেখে সাহাবিগণও কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন,

أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ

18/83

• শুনে রাখো, চোখের পানি কিংবা অন্তরের দুঃখের জন্য আল্লাহ কখনও শাস্তি দেন না, বরং শাস্তি তো দেন তিনি এটির কারণে (এ কথা বলে রাসূল নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন)। নতুবা তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। ১৯

যখন রাসূলুল্লাহ-এর পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন রাসূল নিজ পুত্রের পাশে গেলেন। রাসূল এট্ট-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ল। তা দেখে আবদুর রহমান ইবনু আউফ এ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনিও

(সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদলেন)!"

রাসূল তখন জবাব দিলেন, "ও ইবনু আউফ! এটি তো দয়া।"

তারপর তিনি আরও কাঁদলেন এবং বললেন,

إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون(

[১] মুসলিন, আস সহীহ: ২০২২

"আখি অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর ভারাক্রান্ত হয়। তবু আমরা এমন কিছুই বলি না, যাতে আমাদের রব অসন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমার বিদায়ে আমরা দুঃখভারাক্রান্ত।
"

[১] বুখারি আস সহীহ ,১৩০৩

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়:-

• সবর: আরবি শব্দ 'সবর' এর মূল শব্দের অনুবাদ করলে তা বোঝায়, 'কোনো কিছুকে আটকে রাখা কিংবা কোনো কিছু হতে বিরত থাকা অথবা নিবৃত্ত থাকা।' ইসলামি পরিভাষায় 'সবর' এর অর্থ হচ্ছে, 'হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকা, অভিযোগ করা থেকে জিহ্বাকে নিবৃত্ত রাখা এবং দুঃখ-দুর্দশার সময় মুখে আঘাত করা কিংবা শরীরের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা থেকে নিজের হাতকে সংযত রাখা।

সবরের বিশেষ গুণ যাদের আছে তারাই সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ বলেন, مَا أُعْطِيَ ِأَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ' সবরের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো জিনিস কাউকে দেওয়া হয়নি।

33/83

এবং সর্বাবস্থা যত বড়ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে প্রচিয়ে রাখা-সবই সবরে অন্তর্ভুক্ত। - সম্পাদক

[২] বুখারি, আস সহীহ: ১৪৬৯

[১] 'সবর' শব্দের অনুবাদ এক শব্দে করা আসলে অসম্ভব। যদিও সাধারণভাবে এইয় কিন্তু সবর আসলে অনুবাদ এক শব্দে করা আসলে করে। এর ভাবানুবাদ হয় আল্লাহর পথে আটকা থাকা। পরীক্ষাসলে ধৈর্যের চেয়েও ব্যাপক অর্থ বন্ধনকাতিদানের আশায় আল্লাহর আদেশ পালন করে যাওয়া মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, যারা সবর করে তাদেরকে অজস্র সওয়াব দান করা হবে। তাদের প্রতিদান এত বেশি পরিমাণ হবে যে, তা না মাপা যাবে আর না গণনা করা যাবে। আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

" নিশ্চয় সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে পরিপূর্ণরূপে এবং (তা হবে অগণিত)। "[১]

উত্তমরূপে সবর এনে দেবে প্রতিশ্রুত প্রতিদান, যার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন।
আর তা অর্জন করতে হলে বিপদের শুরু থেকে সবরের অনুশীলন করতে হবে। যখন সর্বপ্রথম বিপদের ব্যাপারটি আপনি আঁচ করতে পারবেন, ঠিক তখন থেকেই সবরের অনুশীলন করতে হবে। বস্তুত, অন্তর তো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু তবুও আল্লাহর বান্দারা হতাশায় মুষড়ে পড়ে না। তারা সবর করে। আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। যখন বিপদ আসে তখন মানুষ বিচলিত হয়। একটা সময় পর যখন কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়, তখন সে সবর করে। কিন্তু এটি প্রকৃত সবর নয়। প্রকৃত সবর তো করতে হবে তখন, ঠিক যে মুহূর্তে আপনার ওপর বিপর্যয় আসবে।
রাসূলুল্লাহ বলেন,

الصبر عند الصدمة الأولى

' নিশ্চয় সবর তো (করতে হবে) প্রথম আঘাতেই।
বাস্তবতা হচ্ছে প্রত্যেককেই সবর করতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক কিংবা অনিচ্ছায়, একসময় সবাইকেই সবর করতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তো সে-ই, যে প্রথম থেকেই স্বেচ্ছায় সবর করে, সবরের মহান উপকারিতাগুলো বোঝে সবর করে। সে জানে তার সবরের বিনিময়ে সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি পেরেশান হয়ে পড়ে তবে সে নিন্দিত হবে। সে জানে, যে সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে তা আর ফিরে আসবে না। সে জানে, সে আল্লাহর ফায়সালা বদলে ফেলতে পারবে না।

বোকা তো সেই ব্যক্তি যে অভিযোগ করে, যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যখন তার কোনো উপায় থাকে না, তখন সে সবর করে। তার এই সবরে তো কোনো উপকারই নেই

[১] সূরা আয যুমার, ৩৯: ১০

[২] বুখারি, আস সহীহ: ১৮৭৬

• ইহতিসাব: প্রত্যেক দুঃখ-দুর্দশার সময় আল্লাহর নিকট হতে সওয়াবের প্রত্যাশা করাকে ইহতিসাব বলে। যত বেশি কষ্ট-যাতনা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট হতে এর বিনিময়ে ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করা হচ্ছে ইহতিসাব।

রাসূলুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার নিকট থেকে যখন তার অতি প্রিয়জনের জান কবজ করা হয়, আর সে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর নিকট তার একমাত্র প্র 34/83 জান্নাত। "১

আসুন আমরা ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার কথা স্মরণ করি। আসিয়ার স্বামী ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জালিম বাদশাহ ফিরআউন। এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে আসিয়ার ওপর তার স্বামী ভয়াবহ অত্যাচার করত। এত মারাত্মক জখম আর যন্ত্রণা সহ্য করার পরেও আসিয়া স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকতেন, অসামান্য ধৈর্য আর ইহতিসাব প্রদর্শন করতেন সর্বদা।

তিনি আল্লাহর কাছেই দুআ করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কী চাইলেন? তিনি চাইলেন আল্লাহ যেন জান্নাতে তাকে একটি প্রাসাদ বানিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা এ অসামান্য ঘটনা কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(◌َ

" আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফিরআউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।"

যখন তিনি এই দুআ করলেন, তখন আকাশের দ্বারগুলো উন্মোচিত হয়ে গেল। আর আসিয়া জান্নাতে তার ঘর দেখতে পেলেন। তা দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ফিরআউন আদেশ করল, একটি বড় পাথরখণ্ড এনে তা যেন আসিয়ার ওপর ফেলে

আসিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সে পাথরখণ্ড আসিয়ার ওপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই আসিয়ার জান কবজ করা হল।

[১] প্রাগুক্ত

[২] সূরা তাহরীম, ৬৬: ১১

ইহতিসাবের কারণে আল্লাহ আসিয়াকে দুইটি নিয়ামাত দান করলেন। তাকে জান্নাতে প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন এবং ফিরআউনের দুষ্ট পরিকল্পনা থেকেও হিফাজত করলেন। তাইতো তার পরে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারাই আসবেন, তাদের সবার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবেন।।।

• ইসতিরজা ইহতিসাব:
বিপদের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহর প্রভুত্বের ঘোষণা দেওয়া ও আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়াকে ইস্তিরজা বলে। ইস্তিরজা হচ্ছে বিপদসংকুল অবস্থায় 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' বলা; অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।'

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون* َ

" এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ক্ষুধা-মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।"

উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها « إلا أخلف الله له خيراً منها

' রাসূলুল্লাহ বলেন, "যখনই কোনো মুসলিম বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হয় আর এ কথা বলে যে: 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে পুরস্কৃত করো আর তা আমার জন্য উত্তম কোনো জিনিস দিয়ে বদলে দাও'-তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তার (বিপদের) পরিবর্তে তাকে উত্তম জিনিস দান করবেন"।

[১] তাবারি, আত তাফসীর: ২৩/৫০০

[২] সূরা বাকারা, ০২: ১৫৫-১৫৬

উম্মু সালামা বলেন, "আর তাই যখন আমার স্বামী আবূ সালামা
মারা যান, তখন আল্লাহ আমাকে এই দুআ করার তৌফিক দিলেন। আর তার (আবূ সালামা-র) পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ-কে দিলেন (অর্থাৎ পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ -এর সাথে উম্মু সালামা-র বিয়ে হয়)।[১]

• শাকওয়াহ:
শাকওয়াহ অর্থ অভিযোগ করা, নালিশ জানানো।
শাকওয়াহ দুই ধরনের-

ক) প্রথম ধরনের শাকওয়াহ হলো আল্লাহর কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট পেশ করা। এটি সবরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের শাকওয়াহ-র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইয়াকূব বলেছিলেন,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

“ আমি তো আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর নিকটই পেশ করি। "[২]

খ) আরেক ধরনের শাকওয়াহ হচ্ছে মানুষের নিকট নালিশ করা। এটি হতে পারে প্রত্যক্ষভাবে কথার দ্বারা অথবা পরোক্ষভাবে আচার-আচরণ বা কাজের দ্বারা, যেমন : বিবর্ণ পোশাক পরিধান করা, মাথা মুণ্ডানো, হতাশা প্রকাশ করা ইত্যাদি কাজের দ্বারা। এ-ধরনের শাকওয়াহ হচ্ছে সবরের সাথে সাংঘর্ষিক। এ-ধরনের শাকওয়াহ আল্লাহর ফায়সালার ওপর অসন্তুষ্টি ও অনাস্থা প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমানের দৃঢ়তার অভাব প্রমাণ করে।

তবে নিজের আপনজনকে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানানো দোষের কিছু নয়। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ -এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর শরীরে আমার হাত বুলালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত।" রাসূলুল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের দু-ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু আক্রান্ত হই।" আমি বললাম, "এটা এ-জন্য যে, আপনার জন্য প্রতিদানও দ্বিগুণ।” রাসূলুল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ!" তারপর রাসূলুল্লাহ বললেন,

[১] মুসলিম, আস সহীহ: ৯১৮

[২] সূরা ইউসুফ, ১২:৮৬

ما من مسلم يصيبه أذى؛ مرض فما سواء، إلا حط الله له سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

' যে-কোনো মুসলিমের ওপর কোনো যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি বা এ ধরনের অন্য কিছু আপতিত হলে, তাতে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে।

সুতরাং বিপদগ্রস্ত হলে সবর করা, আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখা (ইহতিসাব), আল্লাহর কাছেই বিপদে নিজেকে সঁপে দেওয়া (ইস্তিরজা) এবং আল্লাহর কাছেই নিজের দুঃখ-দুর্দশার নালিশ জানানো। এই চারটি কাজের দ্বারা আমরা বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া অর্জন করতে পারি।

📝বই: বিপদ যখন নিয়ামত

বালা মুসিবতে ধৈর্য বাড়ানোর উপায়:-

যেহেতু মানুষকে ধৈর্যধারণের আদেশ করা হয়েছে সেহেতু মহান আল্লাহ ধৈর্যধারণ ও তা বৃদ্ধির সহায়ক উপায়গুলোও বাতলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তার প্রজ্ঞার দাবি অনুসারেই এটা করে থাকেন। তিনি আমাদের কোনো কাজের আদেশ করলে প্রথমে সেই কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন। উপায়-উপকরণগুলো সহজলভ্য করে দেন। একারণেই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ রোগ দেওয়ার পাশাপাশি তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন এবং সঠিক রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার শর্তে নিরাময়ের নিশ্চয়তাও দিয়েছেন।
ধৈর্যধারণ সাধনাসাপেক্ষ একটি গুণ। এই গুণ অর্জন করতে হলে দীর্ঘ অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন পড়ে। মানুষের কাছে অনেক সময় এই সাধনা ও অধ্যবসায় কষ্টকর ও দুঃসহ বলে মনে হয়। তবে এটা অর্জন করা একেবারে অসম্ভব নয়। মানুষ চাইলে ইলম ও আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে এই গুণটি অর্জন করতে পারে। কেননা, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে শারীরিক ও আত্মিক ব্যাধির আরোগ্য রয়েছে। কাজেই ধৈর্যের গুণটি আয়ত্ত করতে হলে আমাদের জ্ঞান ও কর্মের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে।
ইলম ও জ্ঞান

•ইলম ও জ্ঞান:
মহান আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ের কল্যান, উপকারিতা, পূর্ণাদাতা এবং অপদ্ধি অধান সম্পর্কে সম্যক অবগতির জন্য এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের ক্ষতি, সুন্নাতা ও অপকারিতা থেকে

বেঁচে থাকার জন্য জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। অধিকন্তু এ দ্বিবিধ জ্ঞানের সঙ্গো যখন দৃঢ় প্রত্যয়, উন্নত মনোবল এবং মানবিক মূল্যবোধ যুদ্ধ হয় এবং ইলন ও আমলের সমন্বয় ঘটে তখনই কেবল ধৈর্যের গুণ অর্জিত হয়। দুঃসহ কষ্টকে তখন সহনীয় মনে হয়। শারীরিক কষ্ট মানসিক আনন্দে পরিণত হয়। ধৈর্যের তিক্ততা হ্রাস পেয়ে মধুর ভালোলাগা সৃন্টি হয়।

•আমল ও কর্ম:
বস্তুত ধৈর্য হলো ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ এবং প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা মধ্যকার নিরন্তর যুদ্ধের নাম। এই যুদ্ধে একপক্ষ অপরপক্ষকে পরাভূত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে। কাজেই যে-ব্যক্তি বিবদমান দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষকে বিজয়ী করতে চায় তার প্রধান কর্তব্য হলো মিত্রশক্তিকে শক্তিশালী করা; আর শত্রুপক্ষকে দূর্বল করা। মানুষের শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে এমনই হয়ে থাকে। তার মধ্যে সবসময় রোগ ও আরোগ্যের সংঘাত চলতে থাকে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আবার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

একটি উপমার মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করতে পারি। এক ব্যক্তির মধ্যে প্রবন যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। এখন তার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রবণতা দেখা যেতে পারে।
এক, সে হয়তো প্রবৃদ্ধির ডাকে সাড়া দেবে। লজ্জাস্থান হিফাযতের আদৌ কোনো চেষ্টা করবে না। কিংবা চেষ্টা করা-সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে সফল হবে না। অবৈধ দৃষ্টিপাত বা এজাতীয় কোনো অনুঘটকে জড়িয়ে পড়বে। এটা থেকে যদি বেঁচে যায় তাহলে হয়তো অশুচি চিন্তার শিকার হবে। এই চিন্তা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত চিন্তা থেকে বিমুখ করে রাখবে। কেবল
যৌনতাই তার চিন্তায় চৌহদ্দিতে বিচরণ করতে থাকবে।
কিন্তু এই লোকটি যদি বাস্তবিক অর্থেই ব্যাধি থেকে মুক্তি চায় তবে তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত পরামর্শ গুলো মেনে চলতে হবে।

এক. যৌনতা ও প্রবৃত্তির উদ্রেককারী বস্তু চিহ্নিত করতে হবে।

সাধারণত অতিরিন্দ্র এবং বাহারি খাবার সুপ্ত যৌনতাকে আগিয়ে তোলে। একারণে খাবারের মান ও পরিমাণ কমিয়ে এনে প্রবৃত্তিতে দমন করতে হবে। যদি এতেও আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায়, তবে সিয়াম পালন করতে হবে। কারণ, সিয়াম প্রবৃত্তিকে দমন করে আর যৌনাকাঙ্খা হ্রাস করে। তবে এজন্য অবশ্যই ইফতারের সময়ে হালকা ও মধ্যম মানের পরিমিত খাবার গ্রহণ করতে হবে।

দুই, কামবৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হবে।

সহজ কথায়, সৃষ্টি সংযত রাখতে হবে। কারণ, অবৈধ দৃষ্টিপাত থেকেই কামোত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মনের গতিপথ পাল্টে যায়। এজন্য অবশ্যই দৃষ্টি অবনত প্রখতে ববে।

তিন, বৈধ বিনোদনের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে নিতে হবে।

মন বা প্রবৃত্তির প্রাকৃতিক বা মৌলিক চাহিদাগুলো শরীয়তের সীমারেখায় থেকেও পূরণ করা সম্ভব। কেননা, মহান আল্লাহ প্রতিটি চাহিদা পূরণের জন্য বৈষ পথ ও পদ্মা সৃষ্টি করেছেন। এই বৈধ পথ ও পন্থাই সকল মানুষের জন্য উপকারী ও সর্বোপযোগী: অধিকন্তু মহান আল্লাহ ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ক্ষেত্রে এসকল বৈধ উপায় গ্রহলেরই নির্দেশ দিয়েছেন।

চার, অবাধ ও অবৈধ যৌনকার ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে চিন্ন করা।

একজন মানুষ পরকাল ও জন্নাত-জাহয়ামে বিশ্বাস না-করলেও সে যদি কেবল অবৈধ যৌনতার পার্থিব ক্ষতির দিকগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে সুতঃস্ফূর্তভাবেই এই মহামারি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। যৌনতা ও যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। কেননা, বাহ্যিকদৃষ্টিতে অবৈধ যৌনতায় পার্থিব ক্ষতিগুলো গুনে শুমার করা সম্ভব নয়; কিন্তু কুরাবৃত্তি ও যৌনতার চোখ যে অন্ধ।

পাঁচ, যৌনাবেদনময়ী নারী বা বস্তুর কদর্যতা অনুধাবনের চেষ্টা করা।

যে-নারী বা বস্তু ব্যক্তির মধ্যে যৌনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে তার কদর্যতা ও ইতরতা সম্পর্কে চিন্তা করা। সে যদি অন্যের শয্যাসঙ্গী অথবা পেশাদার যৌনকর্মী হয়ে সবর থাকে, তবে নিজেকে তার চেয়ে উত্তম ভেবে বিরত থাকার চেষ্টা করা। যে-জলাশয়ে কুকুর ও শূকর

অবাধে বিচরণ ও সন্তরণ করে সেখান থেকে আঁজলা ভরে পানি পান করার নিচতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আত্মমর্যাদা অনুসন্ধান ও জাগ্রত করা: চেষ্টা করা।
জনৈক কবি আত্মমর্যাদার শক্তি ও সুরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

আমি তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো কারণ, তোমাদের বন্ধুরা বড়ই ইতর ও নিকৃষ্ট আর আমি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

অপর এক কবি বলেন-
কোনো খাবারে অতি মাত্রায় মাছি বসলে মন চাইলেও হাত গুটিয়ে নিতে হয় ।কারণ কোনো জলাধারে কুকুর পানি পান করলে সিংহের জন্য সেখানে যাওয়া সোভা পায় না।

বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও ইন্নালিল্লাহ বলার উপকারিতা:-

সহীহ মুসলিম-এ উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة] :

اللهمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ: فَلَمَّا

مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ: أَرْسَلَ

إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا

غَيُورٌ ، فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ

কোনো মুসলিম যখন কোনো বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন' বলে এবং এ দুআ পাঠ করে 'হে আল্লাহ, আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান করুন এবং এর উত্তম বিকল্প দান করুন'। তবে আল্লাহ তাকে উত্তম বিকল্প দিয়ে ধন্য করেন।

(আমার স্বামী) আবু সালামার মৃত্যুর পর আমি মনে মনে বললাম, আবু সালামার চেয়ে উত্তম কাউকে পাওয়া আদৌ কি সম্ভব? তার পরিবারই প্রথম

[১] সহীহ বুখারী: ১২৮৩; সহীহ মুসলিম: ৯২৬

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হিজরত করেছিল। তবুও আমি আশায় বুক বেধে উপর্যুক্ত দুআটি পাঠ করতে থাকি। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে তার বিকল্প হিসেবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেন। উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার নিকট হাতিব ইবনে আবি বালতাআকে দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে। আর আমি একটু অভিমানী। তিনি বললেন, তোমার মেয়ের জন্য আমি দুআ করছি, যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং এই দুআও করছি, তিনি যেন তোমার অভিমান দূর করে দেন।

📝বই: সবর
(ইবনুল কায়্যিম আল যাওযিয়্যা)

উপসংহার:-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'বিপদ যত বড় হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) সন্তুষ্টি। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) অসন্তুষ্টি।' (ইবনে মাজাহ)।

এই হাদিসের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে জানিয়েছেন যে, মুমিন কখনো কখনো বিপদের সম্মুখীন হয় তার ব্যক্তিগত বিষয়ে, কখনো সম্পদ নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দেয় জীবনে। আবার কখনো এর বাইরে অন্য কোনো কারণে সে বিপদের মুখোমুখি হয়।

তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ওই বিপদের বিনিময়ে সাওয়াব দান করেন যদি সে সাহস না হারিয়ে ধৈর্যধারণ করে। বিপদাপদ ও তার ভয়াবহতা যত বড় হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সাওয়াব তত বেশি হবে।
ধৈর্যশীলদের আল্লাহ যে পুরস্কার দেবেন
সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ যে পুরস্কার দেবেন
চোখ ওঠা রোগে ধৈর্য ধরলে যে সওয়াব পাবেন
এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই মুনিনের জন্য মুসিবত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার নিদর্শন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা উভয় বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু যে ধৈর্য ধারণ করবে এবং সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাকে এর প্রতিদান দেবেন। আর প্রতিদান দাতা হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ফায়সালা ও কুদরতের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। আর শাস্তিদাতা হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।

📝 পত্রিকা: Dhaka post